সংবাদ

তারিখ ... 15 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

মফস্বলের ৮৭ সরকারি কলেজের ১৭৬ বিভাগ শিক্ষক শূন্য

রাকিব উদ্দিন

চরম শিক্ষক স্বল্পতায় সারাদেশের মফস্বল এলাকার ৮৭টি সরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। এসব কলেজের ১৭৬টি বিভাগ শিক্ষকশূন্য। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়েও ন্যূনতম একজন শিক্ষক নেই। ফলে নিয়মিত পাঠদান নয়, কেবল কলেজ কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা নিয়েই ছাত্রছাত্রীদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের নামকাওয়াস্তে কেবল সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন। এমনকি নামিদামী কলেজের বেশকিছু শিক্ষক অনেক আগে পদোন্নতি পেলেও তাদের সরানো হচ্ছে না।

৮৭টি কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে গত ২৮ জানুয়ারি মাউশির কর্মকর্তারা একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করেছে। বর্তমানে দেশে ২৫৩টি সরকারি কলেজসহ প্রায় তিনশ' সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে।

মাউশি সূত্র জানায়, ন্যূনতম শিক্ষক পদায়নের জন্য ৮৭টি কলেজের অধ্যক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দীর্ঘদিন ধরনা দিয়ে আসলেও কলেজগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক পাচ্ছেন না। অথচ বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের অনৈতিক তদবির ও ডিও লেটারের চাপে নিয়মিত সংকটাপন্ন কলেজকে আরও সংকটে ফেলে শিক্ষকদের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের কলেজে পদায়ন করা হচ্ছে। জানা যায়, সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সরকারি : কলেজের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলা সদরে অবস্থিত শৈলকূপা সরকারি কলেজের বাংলা ও গণিত বিভাগে গত সাড়ে তিন বছর ধরে কোন শিক্ষক নেই। এছাড়া উদ্ভিদবিদ্যা, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলাম শিক্ষা, দর্শন বিভাগও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকশূন্য। কলেজটির একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যন্ত বর্তমানে ৬৫০ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।

শিক্ষক স্বল্পতা সম্পর্কে শৈলকূপা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু হেনা মো. গোলাম রসুল বাবলু সংবাদকে বলেন, শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতি মাসেই মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র দিচ্ছি। মাউশির মহাপরিচালক এবং মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, 'সাড়ে ছয়শ' শিক্ষার্থীর একটি কলেজ মাত্র ৯ জন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে চলে।' শিক্ষক স্বল্পতার জন্য এলাকার শিক্ষার্থীরা ওই কলেজে ভর্তি হচ্ছে না বলেও তিনি জানান।

জানা গেছে, রাজধানীর ৯টি এবং বিভাগীয় শহরের বিশেষ করে বরিশাল বিএম কলেজ, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ ও একই জেলার নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, বগুড়ার কারমাইকেল কলেজ, পাবনার এ্যাডওয়ার্ড কলেজ, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ, সিলেটের এমসি কলেজ এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পদের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। প্রভাবশালীদের তদবিরে এসব কলেজের বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য শিক্ষক এটাচমেন্ট (সংযুক্তি) ও ইনসিটু হিসেবে আছেন। অন্যদিকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া সরকারি কলেজ, বরগুনা মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারি কলেজ, ফেনীর সোনাগাজী সরকারি কলেজ ও ছাগলনাইয়া কলেজ, ফুলবাড়িয়া সরকারি কলেজ ও বাঘড়াচড়ি সরকারি কলেজে চরম শিক্ষক স্বল্পতা আছে।

দিনাজপুরস্থ ফুলবাড়িয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুস সোবহান সংবাদকে বলেন, কলেজে ছাত্রছাত্রী আছে সাড়ে ১৪শ'। আর ৫২টি শিক্ষকের পদের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষক আছেন মাত্র ১৭ জন। কলেজে গণিত, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনাসহ কয়েকটি বিভাগ একেবারেই শিক্ষকশূন্য।

শিক্ষক স্বল্পতা সম্পর্কে অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষকরা এ কলেজে বেশিদিন থাকতে চায় না। কয়েকদিন আগে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষককে এখানে বদলি করা হয়েছিল, কিন্তু ওই শিক্ষক আসেনি। মাউশির বক্তব্য : ৮৭টি সরকারি কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা সম্পর্কে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল সংবাদকে বলেন, বর্তমানে সরকারি কলেজে সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। বিশেষ বিসিএস ছাড়া এসব পদ পূরণ করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, সব শিক্ষকের মধ্যে শহরমুখী প্রবণতা আছে। সবাই ভালো কলেজে থাকতে চায়। ফলে সুবিধাবঞ্চিত ও অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা থাকা এলাকার কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা আছে। তবে কোন কলেজেই শিক্ষক স্বল্পতা চরম আকার ধারণ করেনি। এর মধ্যে যেসব কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নেই সেসব বিভাগে শিক্ষক পদায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। রি-এ্যারেঞ্জ বা পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে নামিদামী কলেজে এটাচমেন্ট ও ইনসিটু থাকা শিক্ষকদের মাঠপর্যায়ে বদলি করা হবে বলেও মহাপরিচালক জানিয়েছেন।